

জিহাদের হাকীকত

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী

জিহাদের উদ্দেশ্য

নমায, রোয়া, হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে বার বার আমি বলেছি যে, এসব ইবাদত অন্যান্য ধর্মের ইবাদতের ন্যায নিছক পূজা, উপাসনা এবং যাত্রার অনুষ্ঠান মাত্র নয়; কাজেই এ কয়টি কাজ করে ক্ষান্ত হলেই আল্লাহ তা�'আলা কারো প্রতি খুশি হতে পারেন না। মূলতঃ একটি বিরাট উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে প্রস্তুত করার জন্য এবং একটি বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাদেরকে সুদক্ষ করার উদ্দেশ্যেই এসব ইবাদত মুসলমানদের প্রতি ফরয করা হয়েছে। এটা মুসলমানকে কিভাবে সেই বিরাট উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত করে এবং এর ভিত্তির দিয়ে মুসলমান কেমন করে সেই বিরাট কাজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা লাভ করে, ইতিপূর্বে তা আমি বিস্তারিত রূপে বলেছি। এখন সেই বিরাট উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ এবং তার বিস্তারিত পরিচয় দানের চেষ্টা করবো।

এ বিষয়ে সংক্ষেপে বলা যায যে, মানুষের উপর থেকে গায়রঞ্জাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য শক্তির) প্রভৃতি বিদ্রূপিত করে শুধু আল্লাহর প্রভৃতি কায়েম করাই এসব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্য লাভের জন্য মন-প্রাণ উৎসর্গ করে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করার নামই হচ্ছে জিহাদ। নামায, রোয়া ও যাকাত প্রভৃতি ইবাদাতের কাজগুলো মুসলমানকে এ কাজের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত করো কিন্তু মুসলমানগণ যুগ যুগ ধরে এ মহান উদ্দেশ্য ও বিরাট কাজকে ভুলে আছে। তাদের সমস্ত ইবাদাত বন্দেগী নিছক অর্থহীন অনুষ্ঠানে পরিগত হয়েছে। তাই আমি মনে করি যে, জিহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এর অন্তর্নির্দিত বিরাট লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হওয়ার জন্য কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়। সে জন্য বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যিক।

দুনিয়ায় যত পাপ, অশান্তি আর দুঃখ-দুর্দশা স্থায়ী হয়ে রয়েছে, তার মূল কারণ হচ্ছে রাষ্ট্র এবং শাসন ব্যবস্থার মূলগত দোষ-ক্রটি, শক্তি এবং সম্পদ সবই সরকারের করায়ত্ব থাকে। সরকারই আইন রচনা করে এবং জারী করে। দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা, শাসন ইত্যাদির যাবতীয় ক্ষমতা সরকারেই একচেত্রে অধিকারের বস্ত। পুলিশ ও সৈন্য-সামন্তের শক্তি সরকারের কুক্ষিগত হয়ে থাকে। অতএব, এতে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, যা কিছু অশান্তি এবং পাপ দুনিয়ায় আছে তা হয় সরকার নিজেই সৃষ্টি করে, নতুন সরকারের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সাহায্য ও সমর্থনে তা অবাধে অনুষ্ঠিত হতে পারে। কারণ দেশের কোন জিনিসের প্রচার ও স্থায়িত্ব লাভের জন্য যে শক্তির আবশ্যিক তা সরকার ছাড়া আর কারো থাকতে পারে না। চোখ খুলে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়, দুনিয়ার চার দিকে ব্যভিচার অবাধে অনুষ্ঠিত হচ্ছে---- দালান কোঠায়, বাড়ীতে প্রকাশ্যভাবে এ পাপকার্য সম্পন্ন হচ্ছে। কিন্তু এর কারণ কি? এর একমাত্র কারণ এই যে, রাষ্ট্র ও সরকার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে ব্যভিচার বিশেষ কোন অপরাধ নয় বরং তারা নিজেরাই এ কাজে লিঙ্গ হয়ে আছে এবং অন্যকেও সে দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নুতোন সরকার যদি এ পাপানুষ্ঠান বন্ধ করতে চায়, তবে এটা এত নির্ভিক ভাবে চলতে পারে না। অন্যদিক সুদের কারবার অব্যাহতভাবে চলছে। ধনী লোকগণ গরীবদের বুকের তাজা-তঙ্গ রক্ত শুষে তাদেরকে সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এটা কেমন করে হতে পারে? শুধু এই যে সরকার নিজেই সুদ খায় এবং সুদখোরদের সাহায্য ও সমর্থন করে সরকারের আদালতসমূহ সুদের ডিক্রী দেয় এবং তাদের সহায়তা পায় বলে চারদিকে বড় বড় ব্যাংক আর সুদখোর মহাজন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান সময়ে দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে ও সমাজে লজ্জাহীনতা ও চরিত্রহীনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরও একমাত্র কারণ এই যে, সরকার নিজেই লোকদেরকে এরপে শিক্ষা দিচ্ছে এবং তাদের চরিত্রকে এরপেই গঠন করছে। চারিদিকে মানব চরিত্রের যে নমুনা দেখা যাচ্ছে, সরকার তাই ভালবাসে ও পছন্দ করে। এমতাবস্থায় জনগণের মধ্যে যদি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের কোন শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের চেষ্টা করতে চায় তাতে সফলতা লাভ করা সম্ভব হতে পারে না। কারণ, সে জন্য যে উপায়-উপাদান একান্ত অপরিহার্য তা সংগ্রহ করা বেসরকারী লোকদের পক্ষে সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। আর বিশেষ প্রচেষ্টার পর তেমন কিছু লোক তৈরী করতে পারলেও প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাদের নিজ নিজ আদর্শের উপর সুদৃঢ়ভাবে টিকে থাকা মুশ্কিল হয়ে পড়ে। যেহেতু জীবিকা উপর্যুক্তের যত উপায় আছে এবং এই ভিন্নতর চরিত্র-বিশিষ্ট্য লোকদের বেঁচে থাকার যত গুলো পন্থা থাকতে পারে, তার সবগুলোই বন্ধ দরজার চাবিকাটি সাম্প্রতিক বিকৃত ও গোমরাহ সরকারের হাতেই নিবন্ধ রয়েছে। দুনিয়ায় সীমা-সংখ্যাহীন খুন-যখন্ম ও রক্তপাত হচ্ছে। মানুষের বৃদ্ধি এবং জ্ঞান আজ গোটা মানুষকে ধ্বংস করার উপায় উদ্ভাবনেই নিযুক্ত হয়ে আছে। মানুষের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমলক্ষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আজ আগুনে জ্বালিয়ে ভুঁস করা হচ্ছে। মানুষের অসংখ্য মূল্যবান জীবনকে মূল্যহীন মাটির পাত্রের ন্যায় অমানুষিকভাবে সংহার করা হচ্ছে। কিন্তু এটা কেন হয়? হওয়ার কারণ শুধু এটাই যে, মানব সন্তানের মধ্যে যারাই সর্বপেক্ষা বেশী শয়তান প্রকৃতির ও চরিত্রহীন, তারাই আজ দুনিয়ার জাতিসমূহের 'নেতা' হয়ে

বসেছে এবং কর্তৃত ও প্রভুত্বের সার্বভৌম শক্তি নিজেদরাই কুক্ষিগত করে নিয়েছে। আজ শক্তি সামগ্রিকভাবে তাদের করতলগত, তাই তারা আজ দুনিয়াকে যে দিকে চালাচ্ছে দুনিয়া সে দিকেই চলতে বাধ্য হচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধন-সম্পদ, শ্রম মেহনত এবং জীবন ও প্রাণের ব্যবহার এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা যা কিছু নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তাতেই আজ সব উৎসর্গীকৃত হচ্ছে। দুনিয়ায় আজ যুলুম ও অবিচারের প্রবল রাজত্ব চলছে। দুর্বলের জীবন বড়ই দুঃসহ হয়ে পড়েছে। এখানকার আদালত বিচারালয় নয় এটা আজ বানিয়ার দোকান বিশেষে পরিগত হয়েছে। এখানে আজ কেবল টাকা দিয়ে 'বিচার' ক্রয় করা যায় মানুষের মাঝ থেকে আজ জোর-ব্যবরদ্ধিত করে ট্যাক্স আদায় করা হয়। সেই ট্যাক্সের পরিমাণেও কোন সীমাসংখ্যা নেই। এবং সরকার তা উচ্চ কর্মচারীদেরকে রাজকীয় বেতন ও ভাতা দেয়ায় (উজির-দূতের টি-পার্টি আর ককটেল পার্টি দেয়ায়), বড় বড় দালান-কোঠা তৈরী করায়, লড়াই সংগ্রামের জন্য গোলা বারুদ ও অন্তর্শন্ত্র সংগ্রহ করায় এবং এ ধরনের অসংখ্য অর্থহীন কাজে গরীবদের রক্ত পানি করে উপর্জিত অর্থ-সম্পদ নির্বিচারে খরচ করছে সুদখোর-মহাজন, জমিদার, রাজা এবং সরদার উপাধি প্রাপ্ত এবং উপাধি প্রার্থীর রাজন্যবর্গ, গদিনশীল পীর ও পুরোহিত, সিনেমা কোম্পানীর মালিক, মদ ব্যবসায়ী, অশ্বীল পুস্তক-পত্রিকা প্রকাশক ও বিক্রেতা এবং জুয়াড়ী প্রভৃতি অসংখ্য লোক আজ আল্লাহর সৃষ্টি অসহায় মানুষের জান-মাল, ইজত-আবরু, চরিত্র ও নৈতিকতা সবকিছু ধ্বংস করে ফেলছে। কিন্তু তাদেরকে বাধা দেবার কেউ নেই কেন? এজন্য যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে, শক্তিমান লোকেরা নিজেরাই ভষ্ট হয়ে গেছে, তারা নিজেরা তো যুলুম করেই, পরন্তু অন্যান্য যালেমকেও সাহায্য করে। মোটকথা দেশে দেশে যে যুলুমই অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার একমাত্র কারণ এই যে, সাম্প্রতিক সরকার এরই পক্ষপাতী এবং নিরবে সহ্য করে।

এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে আশা করি একথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সমস্ত বিপর্যয়ের মূল উৎস হচ্ছে হৃকুমতের খারাবী। মানুষের মত ও চিন্তার খারাপ হওয়া, আকীদা বিকৃত হওয়া, মানবীয় শক্তি, প্রতিভা ও যোগ্যতার ভাস্তু পথে অপচয় হওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও মারাত্মক নীতি-প্রথার প্রচলন হওয়া, যুলুম, না-ইনসাফী ও কুর্সিত কাজ-কর্মের প্রসার লাভ হওয়া এবং বিশ্বমানবের ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রভৃতি সবকিছুরই মূল কারণ একটি এবং তা এই যে, সমাজ ও সরকারের নেতৃত্ব, শক্তি সবই আজ অনাচারী ও দুরাচারী লোকদের হাতে চলে গেছে। আর শক্তি ও সম্পদের চাবিকাঠি যদি খারাপ লোকদের হাতে থাকে এবং জীবিকা নির্বাহের সমস্ত উপায়ও যদি তাদেরই করায়ত্ত হয়ে থাকে তবে শুধু যে তারাই আরও খারাপ হয়ে যাবে তাই নয় বরং সমগ্র দুনিয়াকে আরও অধিক ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে, তাদের সাহায্য ও সমর্থনের সর্বব্যাপী বিপর্যয় আরও মারাত্মকভাবে জেগে উঠবে। বস্তুতঃ তাদের হাতে শক্তি থাকা পর্যন্ত আংশিক সংশোধনের জন্য হাজার চেষ্টা করলেও তা সফল হতে পারে না, একথা একেবারে সুস্পষ্ট।

এ বুনিয়াদী কথাটি বুরো নেয়ার পর মূল বিষয়টি অতি সহজেই বোধগম্য হতে পারো। মানুষের দূরবস্থা দূর করে এবং আসন্ন ধ্বংস থেকে তাদেরকে রক্ষা করে এক মহান কল্যাণকর পথে পরিচালিত করার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সরকারের কর্মনীতিকে সুসংবন্ধ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ হতে পারে না। একজন সাধারণ বুদ্ধির মানুষও একথা বুঝতে পারে যে, যে দেশের লোকদের ব্যভিচার করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে সেখানে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে হাজার ওয়াজ করলেও তা কিছুতেই বন্ধ হতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি দখল করে যদি ব্যভিচার বন্ধ করার জন্য বল প্রয়োগ করা হয়, তবে জনসাধারণ নিজেরাই হারাম পথ পরিত্যাগ করে হালাল উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হবে। মদ, গাঁজা, সুদ, ঘুষ, অশ্বীল সিনেমা-বায়ক্ষোপ, অর্ধনগ্ন পোষাক, নৈতিকতা বিরোধী শিক্ষা এবং এ ধরনের যাবতীয় পাপ প্রচলনকে নিছক ওয়াজ-নসিহত দ্বারা বন্ধ করতে চাইলে তা কখনও সম্ভব হবে না। অবশ্য রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করে চাইলে তা কখনো সম্ভব হবে না। যারা জনসাধারণকে শোষণ করে এবং তাদের চরিত্র নষ্ট করে, তাদেরকে শুধু মৌখিক কথা দ্বারা লাভজনক কারবার থেকে বিরত রাখা যাবে না। কিন্তু শক্তি লাভ করে যদি অন্যান্য আচরণ বন্ধ করতে চেষ্টা করা হয় তবে অতি সহজেই সমস্ত পাপের দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষের শ্রম, মেহনত, সম্পদ, প্রতিভা ও যোগ্যতার এই অপচয় যদি বন্ধ করতে হয় এবং সেগুলোকে সঠিক ও সুস্থ পথে প্রয়োগ করতে হয়, যুলুম বন্ধ করে যদি বিচার-ইনসাফ কায়েম করতে হয়, দুনিয়াকে ধ্বংস এবং ভাসনের করাল গ্রাস ও সর্বপ্রকার শোষণ থেকে রক্ষা করে মানুষকে যদি বাঁচাতে হয়, অধঃপতিত মানুষকে উন্নত করে সমস্ত মানুষকে যদি সমান মান-সম্মান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিয়ে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে শুধু মৌখিক ওয়াজ নসীহত দ্বারা এ কাজ কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। অবশ্য এ জন্য যদি রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করা হয়, তবে তা খুবই সহজে সম্পন্ন হতে পারে। অতএব এতে আর কোন সন্দেহ নেই যে, সমাজ সংস্কারের কোন প্রচেষ্টাই রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ ছাড়া সাফল্যমন্তিত হতে পারে না। একথা আজ এতই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটা বুঝার জন্য খুব বেশী চিন্তা-গবেষণার আবশ্যক হয় না। আজ দুনিয়ার বুক থেকে প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি ফেতনা-ফাসাদ দূর করতে চাইবে এবং দুনিয়ার মানুষের দুরাবস্থা দূর করে শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপন করতে অন্তর দিয়ে কামনা করবে তার পক্ষে আজ শুধু ওয়ায়েজ ও উপদেশদাতা হওয়া

একেবারেই অর্থহীন। আজ তাকে উঠতে হবে এবং ভাস্ত নীতিতে স্থাপিত সরকার ব্যবস্থাকে খতম করে দিয়ে, ভাস্ত নীতি অনুসারী লোকদের হাত থেকে রাষ্ট্রশক্তি কেড়ে নিয়ে সঠিক নীতি এবং খাঁটি (ইসলামী) নীতির রাষ্ট্র ও সরকার গঠন করতে হবে।

এ তত্ত্ব বুঝে নেয়ার পর আর এক কদম সামনে অগ্রসর হোন। একথা ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার মানুষের জীবনে যত কিছু খারাবী ও অশান্তি প্রসারিত হচ্ছে, তার মূলভূত কারণ হচ্ছে রাষ্ট্র ও সরকারের ভাস্তি এবং একথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সংশোধন যদি করতে হয়, তবে এর মূল শিকড়ের সংশোধন করতে হবে সর্বাঙ্গে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, স্বয়ং রাষ্ট্র ও সরকারের দোষ-ক্রটির মূল কারণ কি এবং কোন্ মৌলিক সংশোধনের দ্বারা সেই বিপর্যয়ের দুয়ার চিরতরে বন্ধ করা যেতে পারে?

এর একমাত্র জবাব এই যে, আসলে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বই হচ্ছে সকল বিপর্যয়ের মূল কারণ। অতএব সংশোধনের একমাত্র উপায় স্বরূপ মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করে দিয়ে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করতে হবো। এতবড় প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব শুনে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। বস্তুতঃ এই প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে যতই খোঁজ ও অনুসন্ধান করা হবে, এই একটি মাত্র কথাই এর সঠিক জবাব হতে পারে বলে বিবেচিত হবো।

একটু চিন্তা করে দেখুন, যে দুনিয়ায় মানুষ বাস করে তা আল্লাহ তা�'আলা সৃষ্টি করেছেন, না অন্য কেউ? পৃথিবীর এই মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, না অন্য কেউ? মানুষের জীবন যাত্রা নির্বাহের এ সীমাসংখ্যাহীন উপায়-উপাদান আল্লাহ সংগ্রহ করে দেন, না অন্য কোন শক্তি? এ প্রশংগলোর একটি মাত্র উত্তরই হতে পারে এবং এছাড়া অন্য কোন উত্তর বস্তুতঃই হতে পারে না যে, পৃথিবীর মানুষ এবং এ সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী একমাত্র আল্লাহ তা�'আলাই সৃষ্টি করেছেন অন্যকথায় এ পৃথিবী আল্লাহর, ধন-সম্পদের একচ্ছত্রে মালিক আল্লাহ, মানুষ একমাত্র আল্লাহরই প্রজা। এমতাবস্থায় আল্লাহর রাজ্যে অপরের ভূকুম চালাবার কি অধিকার থাকতে পারে? আল্লাহর 'প্রজা' সাধারণের উপর আল্লাহ ছাড়া অন্যের রচিত আইন কিংবা স্বয়ং প্রজাদের রচিত আইন কি করে চলতে পারে? দেশ ও রাজ্য হবে একজনের আর সেখানে আইন চলবে অপরের। মালিকানা হবে একজনের আর মালিক হয়ে বসবে অন্য কেউ? প্রজা হবে একজনের আর তার উপর আধিপত্য ও কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত হবে অন্য কারো? মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি একথা কেমন করে স্বীকার করতে পারে? বিশেষত এ কথাটাই প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর যেহেতু এটা প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ খেলাপ, তাই যখনই এবং যেখানেই একেপ হয়েছে সেখানে তারই পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক হয়েছে। যেসব মানুষ আইন প্রণয়ন ও প্রভুত্ব করার অধিকার লাভ করে তারা নিজেরা স্বাভাবিক মূর্খতা ও অক্ষমতার দরকনই নানারূপ বিরাট ভুল করতে বাধ্য হয়। আবার অনেকটা নিজেদের পাশবিক লালসার বশঃবর্তী হয়ে ইচ্ছা করে যুলুম ও অবিচার করতে শুরু করে। তার প্রথম কারণ এই যে, মানবীয় সমস্যা ও ব্যাপার সমূহের সুষ্ঠু সমাধান ও পরিচালনার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নিভুর্ল নিয়ম-কানুন রচনা করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বিদ্যাই তাদের থাকে না। দ্বিতীয়তঃ তাদের মনে আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার আতঙ্ক আদৌ থাকে না বলেই তারা একেবারে বল্পাহারা পশু হয়ে যায় এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী মারাত্মক। যে মানুষের মনে আল্লাহর ভয় একবিন্দু থাকবে না এবং কোন উচ্চতর শক্তির কাছে জবাবদিহি করার চিন্তাও যাবে না; বরং যার মন এই ভেবে নিশ্চিন্ত হবে যে, 'আমার কাছে কৈফিয়ত চাইতে পারে এমন কোন শক্তি কোথাও নেই'-এ ধরনের মানুষ যখন শক্তি লাভ করবে, তখন তারা যে বল্পাহারা হিংস্র পশুতে পরিণত হবে তাতে আর সন্দেহ কি? একথা বুঝার জন্য খুব বেশী বুদ্ধি-জ্ঞানের আবশ্যক করে না। এসব লোকের হাতে যখন মানুষের জীবন-প্রাণ এবং রিয়িক ও জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসের একচ্ছত্র কর্তৃত এসে পড়বে, যখন কোটি কোটি মানুষের মস্তক তাদের সামনে অবনমিত হবে, তখন তারা সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের আদর্শ রক্ষা করে চলবে এমন আশা কি কিছুতেই করা যায়? তারা পরের হক কেড়ে নিতে, হারাম উপায়ে ধন লুঠন করতে এবং আল্লাহর বান্দাহগণকে নিজেদের পশু বৃত্তির দাসানুদাস বানাতে চেষ্টা করবে না, এ ভরসা কিছুতেই করা যেতে পারে না। এমন ব্যক্তি নিজেরা সংপথে থাকবে এবং অন্য মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে, এমন কোন যুক্তি আছে কি? কখনও নয়। মূলতঃই তা সম্ভব হতে পারে না, হওয়া বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে বর্তমান সময়েও যাদের মনে আল্লাহর ভয় ও পরকালের জবাবদিহির আতঙ্ক নেই, তারা শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করে কত যুলুম, বিশ্বাসযাতকতা ও মানবতার চরম শক্রতা করতে পারে, তার বাস্তব প্রমাণ ঢোখ খুলগেই দেখতে পাওয়া যায়।

কাজেই আজ রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতির গোড়াতেই সর্বাত্মক আঘাত হানতে হবো অর্থাৎ, মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভৃতি ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে তথায় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্ব ও আইন প্রণয়নের অধিকার স্থাপিত করতে হবে।

অতপর যারাই আল্লাহর প্রভুত্বের বুনিয়াদে ভুক্তমাত কায়েম করবে ও চালাবে তারা নিজেরা কখনই রাজাধিরাজ ও একচ্ছত্র প্রভু হয়ে বসতে পারবে না- আল্লাহকেই একমাত্র বাদশাহ স্বীকার করে তাঁর প্রতিনিধি হয়েই তাদেরকে রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনা করতে হবে। এ দায়িত্ব হলো তাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে অর্পিত মহান আমানত। একথা তদের অবশ্যই মনে করতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত একদিন না একদিন তাদের এ আমানতের হিসেব দিতে হবে সেই মহান আল্লাহর সমীক্ষে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য- সবকিছুই জানেন। রাষ্ট্রের বুনিয়াদী আইন হবে আল্লাহর দেয়া বিধান। কারণ তিনি সবকিছুরই নিগৃত তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত- সকল জ্ঞানের উৎস একমাত্র তিনিই। তাই তাঁর আইন ও বিধানের এক বিন্দু পরিবর্তন- পরিবর্ধন করার ক্ষমতা বা অধিকার কারো থাকবে না। তাহলেই তারা মানুষের মূর্খতা, স্বার্থপরতা এবং অবাঙ্গিত পাশবিক লালসার অনধিকার চর্চা থেকে চিরকাল সুরক্ষিত থাকতে পারবে। ইসলাম এ মূল সংশোধনের দায়িত্ব নিয়েই দুনিয়ায় এসেছে। সমগ্র বিপর্যায়ের মূল উৎসকেই এটা এমনিভাবে সংশোধন করতে চায় আল্লাহকে যারা নিজেদের বাদশাহ-কেবল মৌখিক আর কাল্পনিক বাদশাহী নয়-প্রকৃত বাদশাহ বলে স্বীকার করবে এবং তিনি তাঁর নবীর মধ্যস্থতায় যে বিধান দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তাকে যারা বিশ্বাস করবে ইসলাম তাদের কাছে এ দাবী উত্থাপন করে যে, তারা যেন তাদের বাদশাহের রাজ্যে তার আইন ও বিধান জারি করার জন্য সচেষ্ট হয়। সেই বাদশাহের যে সব প্রজা বিদ্রোহী হয়েছে এবং নিজেরাই রাজাধিরাজ হয়ে বসেছে তাদের শক্তি ক্ষুণ্ণ করতে হবে, আর আল্লাহর প্রজাবৃন্দকে অন্য শক্তির 'প্রজা' হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে। আল্লাহকে 'আল্লাহ' এবং তাঁর আইনকে জীবন বিধান বলে কেবল স্বীকার করাই ইসলামের দৃষ্টিতে কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়; বরং সেই সাথে এ কর্তব্যও আপনা আপনিই তাদের উপর আবর্তিত হয় যে, তোমারা যেখানেই বাস কর, যে দেশ বা রাজ্যেই তোমাদের বাসস্থান হোক না কেন সেখানেই মানুষের সংশোধন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। সেখানকার আন্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলিয়ে সঠিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবো আল্লাহদ্বোধী নাস্তিক ও আল্লাহ নির্দিষ্ট সীমালংঘনকারী লোকদের হাত থেকে আইন রচনা ও দায়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করে আল্লাহর বিধান অনুসারে পরকালে জবাবদিহির জাহাত অনুভূতি সহকারে আল্লাহকে 'আলেমুল গায়েব' মনে করেই রাষ্ট্রীয় কার্যসম্পন্ন কর। বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করার নামই জিহাদ।

প্রভৃতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার মূলতঃই অত্যন্ত জটিল, দায়িত্বপূর্ণ কাজ সন্দেহ নেই। তা লাভ করার বাসনা কারো মনে জাহাত হলেই তার মধ্যে স্বভাবতই লালসার লেলিহান শিখা জুলে উঠে। পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও মানুষের উপর কর্তৃত করার অধিকার লাভ হলেই মানুষের মধ্যে সুপ্ত লালসা জেগে উঠে, তখন মানুষের উপর নিরঞ্জন প্রভৃতি বিস্তারের স্ফূর্তি সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করা খুব কঠিন কাজ নয়; কিন্তু তা লাভ করার পর নিজে আল্লাহ না হয়ে 'আল্লাহর অনুগত দাস' হিসেবে কর্তব্য পালন করা অধিকতর কঠিন ব্যাপার। কাজেই এক ফির'আউনকে পদচায়ত করে তুমি নিজে যদি সেখানে 'ফির'আউন' হয়ে বস, তাহলে আসলে লাভ কিছুই হলো না। কাজেই এ বিরাট অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে ইসলাম তোমাকে সে জন্য সর্বতোভাবে তৈরী করে দেয়া অপরিহার্য মনে করো স্বয়ং তোমার মন ও মগ্ন থেকে স্বার্থপরতা ও আত্মস্তরিতা দ্রু না হলে, তোমার মন ও আত্মা নির্মল না হলে, নিজের বা জাতীয় স্বার্থের খাতিরে লড়াই করার পরিবর্তে খালেস ভাবে আল্লাহর সন্তোষ লাভ ও বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সাধনা ও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত না হলে; উপরন্তু রাষ্ট্রশক্তি লাভ করার পর নিজের লোভ-লালসা ও দুষ্প্রাপ্তির অনুসরণ করে আল্লাহ হয়ে বসার পরিবর্তে প্রাণে গ্রেকষণিক আগ্রহের সাথে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করার যোগ্যতা না জন্মালে রাষ্ট্র শক্তি লাভের দাবী উত্থাপন করা এবং দুনিয়ার বাতিল শক্তির সাথে লড়াই শুরু করে দেয়ার কোন অধিকার কারো থাকতে পারে না।

কালেমা পড়ে ইসলামের সীমার মধ্যে প্রবেশ করলেই ইসলাম তোমাকে মানুষের উপর আক্রমন করার অধিকার বা অনুমতি দেয় না। কারণ, তখন তুমিও ঠিক সেই দুর্কার্য করতে শুরু করবে; যা করছে দুনিয়ার বর্তমান আল্লাহদ্বোধী ও যালেম লোকাগণ। বরং এতবড় বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করার আদেশ দেয়ার পূর্বে ইসলাম তোমার মধ্যে সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে চায়।

বস্তুতঃ ইসলামে নামায, রোয়া, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদাতসমূহ এ উদ্দেশ্যে প্রস্তুতির জন্যই নির্দিষ্ট হয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী, পুলিশ ও সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের সর্বপ্রথম এক বিশেষ ধরনের ট্রেনিং দিয়ে থাকে। সেই ট্রেনিং- এ উপযুক্ত প্রমাণিত হলে পরে তাকে নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত করা হয়। ইসলামও তার কর্মচারীদের

সর্বপ্রথম এক বিশেষ পদ্ধতির ট্রেনিং দিতে চায়া তারপরই তাদের জিহাদ ও ইসলামী ভুক্তিমাত্র কায়েম করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে এ উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহ তাদের কর্মচারীদের যে কাজে নিযুক্ত করে থাকে তাতে নির্মল নেতৃত্ব চরিত্র, মনের নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতা এবং আল্লাহর ভয় সৃষ্টির কোনই আবশ্যিক হয় না। এ জন্য তাদেরকে কেবল সুদক্ষ করে তোলারই চেষ্টা করা হয়। আর সুদক্ষ হওয়ার পর সে যদি ব্যভিচারী হয়, মদ্যপায়ী হয়, বেঙ্গিমান ও স্বার্থপর হয় তবুও তাতে কোনরূপ আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু ইসলাম তার কর্মীদের উপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে তা আগা গোড়া সবই হচ্ছে একাত্তরাবে নেতৃত্ব কাজ। অতএব ইসলামে তাদের সুদক্ষ করে তোলার দিকে যতখানি লক্ষ্য দেয়া হয়, তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তোলা এবং তাদের মন ও আত্মাকে পবিত্র করার দিকে গুরুত্ব দেয়া হয় তদপেক্ষা অনেক বেশী। ইসলাম তাদের মধ্যে এতখানি শক্তি জাগাতে চায় যে, যখন তারা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর ভুক্তিমাত্র কায়েম করার দাবী নিয়ে উঠবে, তখন যেন তারা নিজেদের এ দাবীর ঐকাত্তিকতা ও সততা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণ করে দেখাতে পারে। তারা যেন কখনই নিজেদের ধন-দৌলত, জমি-জায়গা, দেশ ও রাজ্য, সম্মান ও প্রভৃতি লাভ করার জন্য লড়াই না করে। তারা যেন খাঁটিভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে লড়াই করে, আল্লাহর কোটি কোটি বান্দার জন্য লড়াই করে, আর একথা যেন কাজকর্মের ভেতর দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রমাণিত হয়। তারা বিজয়ী হলে যেন অহংকারী, দাস্তিক ও আল্লাহদ্বেষী না হয়, তখনও যেন তাদের বিনয়বানত মস্তক আল্লাহর সামনে অবনমিত থাকে। তারা শাসক হলে মানুষকে যেন তারা নিজেদের দাসানুদাসে পরিণত না করে। বরং নিজেরাই যেন আল্লাহর গোলাম হয়ে জীবন যাপন করে। আর আন্যান্য মানুষকেও যেন একমাত্র আল্লাহর দাস বানাতে চেষ্টা করে। তারা রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার হস্তগত করে থাকলে তা যেন কেবল নিজের বা নিজের বংশের কিংবা জাতীয় লোকদের পকেট বোঝাই করার কাজে উজাড় করে না দেয়। তারা যেন অল্লাহর ধনভাণ্ডারকে তাঁরই বান্দাদের মধ্যে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে বন্টন করে দেয় এবং একজন খাঁটি আমানতদারের ন্যায় একথা স্মরণ রেখে কাজ করে যে, এক অদৃশ্য চোখ তাকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছে- ওপরে কেউ আছে, যার দৃষ্টি হতে সে কিছুতেই লুকিয়ে থাকতে সক্ষম নয় এবং তারই কাছে তাকে এক এক করে পয়সার হিসাব দিতে হবে।

বস্তুতঃ মানুষকে এই উদ্দেশ্যে তৈরি করা ইসলামের নির্দিষ্ট এই ইবাদাতগুলো ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনা। আর ইসলাম মানুষকে এভাবে গঠন করে বলেও এখন তোমরা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর নেক ও সালেহ বান্দাহ, তোমরা সামনে অগ্রসর হও লড়াই সংগ্রাম করে আল্লাহদ্বেষী লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত থেকে বিচ্যুত কর এবং সকল ক্ষমতা ও অধিকার নিজেদের হস্তগত করে নাও।

সহজেই বুঝতে পারা যায়, যেখানে সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, আদালত, জেল ও কর ধার্যকরণ ইত্যাদি সকল সরকারী কাজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ আল্লাহভীর হবে, পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার অনিবার্যতা সম্পর্কে সচেতন হবে, যেখানে রাষ্ট্র ও শাসন পরিচালনার সমস্ত নিয়ম-কানুন আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে রচিত হবে, সেখানে অবিচার ও অজ্ঞতার কোন অবকাশ নেই, যেখানে পাপ ও পাপানুষ্ঠানের সমস্ত পথ যথাসময়ে বন্ধ করে দেয়া হয়, সরকার নিজেই শক্তি ও অর্থ ব্যয় করে ন্যায়, পুণ্য ও পবিত্র ভাবধারার বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হয়। তথায় মানবতা যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভ করতে পারবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারেনা। এ ধরনের সরকার যদি ক্রমাগত চেষ্টা-যত্নের সাহায্যে কিছুকাল পর্যন্ত লোকদের চরিত্র ও স্বভাব প্রকৃতি গঠন করতে নিযুক্ত থাকে, হারাম পছায় অর্থলাভ, পাপ, যুদ্ধ, নির্জন্জনা ও নেতৃত্ব চরিত্রাদীনাতার সকল উৎস বন্ধ করে দেয়া হয়, ভুল-ক্রিটিপূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নীতি বন্ধ করে সুস্থ ও নিখুঁত শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা লোকদের মনোভাব ও চিন্তাধারা তৈরী করতে থাকে, তবে তার অধীনে সমাজে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা, শাস্তি, নিরাপত্তা, সচারিত্র ও সংপ্রকৃতির পবিত্র পরিবেশে মানুষ জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করবে; তখন মানুষের আমূল পরিবর্তন সূচিত হবো। পাপিষ্ঠ ও আল্লাহদ্বেষী নেতৃত্বাধীনে দীর্ঘকাল বসবাস করার ফলে যে চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে তা স্বতঃই সত্যদ্রষ্টা ও সত্যনির্ণয় হয়ে উঠবে। নেতৃত্বিক পক্ষিলতার মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকার দরুণ যে অন্তর মসীলিষ্ট ও মালিন হয়ে গেছে; ধীরে ধীরে তা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে যাবে এবং সত্যের প্রভাব গ্রহণের যোগ্যতা জেগে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই যে সকলের একমাত্র রব, তিনি ছাড়া আর কেউ যে বন্দেগী পাওয়ার যোগ্য নয় এবং যে নবীজীর মারফত এ সত্যের পয়গাম লাভ হয়েছে, তিনি যে সত্য ও সত্যবাদী নবী-এ তথ্য গতীরভাবে হস্তয়ঙ্গম করা তখনকার পরিবেশে সকলের পক্ষে সহজ হবো। আজ যে কথা বুঝিয়ে দেয়া খুবই কঠিন মনে হয়, তখন তাই সকলের মগ্নে আপনা-আপনি স্থান লাভ করবো। আজ বক্তৃতা ও বই-পুস্তকের সাহায্যে যে কথা বুঝানো যায় না, তখনকার দিনে সেই কথা এতদূর সহজবোধ্য হবে যে, তাতে নামমাত্র জাতিলতা অনুভূত হবে না।

মানুষের মনগঢ়া মত ও পথ অনুযায়ী কাজ-কর্ম সম্পন্ন হওয়া এবং আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে তা যারা প্রত্যক্ষ করতে পারবে, আল্লাহর পরিপূর্ণ একত্র (তাওহীদ) এবং তার পয়গাম্বরের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তাদের পক্ষে খুবই সহজ এবং তা অবিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বো বস্তুত, ফুল ও কঁটার পার্থক্য জেনে নেয়ার পর ফুল আহরণ করা সহজ এবং কঁটা সংগ্রহ করা কষ্টকর হয়ে থাকে তখনকার দিনে ইসলামের সত্যতা অস্বীকার করা এবং কুফর ও শর্করকে আঁকড়ে থাকা বড়ই কঠিন হবো সন্তুষ্টভাবে খুব বেশী হলেও হাজারে দশজন লোকের মধ্যেই এতখানি গোঁড়ামী পাওয়া যেতে পারে; তার বেশী নয়।

নামায, রোয়া, হজ্জ ও যাকাত যে কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্যের জন্য ফরয করা হয়েছে, পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আশা করি পাঠকগণ তা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পেরেছেন। যদিও আজ পর্যন্ত এগুলোকে নিছক পূজা অনুষ্ঠানের ন্যায়ই মনে করা হয়েছে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই ভাস্ত ধারণাই বন্ধমূল করে রাখা হয়েছে। এটা যে একটি বিরাট ও উচ্চতর কাজের জন্য প্রস্তুতির উদ্দেশ্যেই বিধিবদ্ধ হয়েছে, তা আজ পর্যন্ত প্রচার করা হয়নি। এ কারণেই মুসলমানগণ নিতান্ত উদ্দেশ্যহীনভাবেই এ অনুষ্ঠান উদযাপন করে আসছে; কিন্তু মূল কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কোন ধারণাই মনের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। যদিও মূলতঃ এর জন্যই এ ইবাদাতসমূহ ফরজ হয়েছে; কিন্তু আমি একথা বলতে চাই যে, জিহাদের বাসনা না হলে এবং জিহাদকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ না করলে এ ইবাদাতসমূহ একেবারে অথবীন। এ ধরনের অথবীন অনুষ্ঠান পালন করে যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভ সন্তুষ্ট মনে করা হয়, তবে বিচারের দিন এর সত্যতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হবে।

জিহাদের গুরুত্ব

ইতি পূর্বে বিভিন্ন পুস্তিকায় দ্বীন, শরীয়ত ও ইবাদাত প্রভৃতি ইসলামী পরিভাষা সমূহের বিজ্ঞারিত অর্থ লিখিত হয়েছে। এখানে প্রসঙ্গতঃ তার দিকে সামান্য ইংগিত করাই যথেষ্ট হবে।

'দ্বীন' অর্থ আনুগত্য করা,

আইনকেই বলা হয় শরীয়ত

ইবাদত অর্থ বন্দেগী ও দাসত্ব।

আপনি কারো আনুগত্য স্বীকার করলে এবং তাকে নিজের শাসক ও বিধানদাতা হিসেবে মেনে নিলে তার অর্থ এই হবে যে, আপনি তার 'দ্বীন' গ্রহণ করেছেন। পরস্ত আপনি যখন তাকে নিজের বিধান দাতা হিসেবে স্বীকার করলেন এবং কার্যতঃ আপনি তার প্রজা হলেন তখন তাঁর আদেশ-নিষেধ ও তাঁর নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধা আপনার জন্য আইন কিংবা শরীয়তের মর্যাদা পেল। এমতাবস্থায় আপনি তার 'শরীয়ত' অনুযায়ী জীবন যাপন করেন, তিনি যা কিছুর দাবী করেন আপনি তা পূরণ করেন, তার প্রত্যেকটি হকুম আপনি পালন করেন, তার নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকেন, যে সীমার মধ্যে থেকে আপনার কাজ করা তিনি সঙ্গত ঘোষণা করবেন, সেই সীমার মধ্যে থেকে আপনি কাজ করতে থাকেন, শুধু তাই নয়, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ, কাজ-কর্ম, আত্মীয়তা-শক্তি ও মামলা-মোকদ্দমা সব কিছুই তার নির্দিষ্ট নিয়ম-বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করেন। তারই মত ও ফয়সালাকে চূড়ান্ত বলে মনে করেন ও তার সামনে মাথা নত করেন, কাজেই আপনার এ আচরণকে তার ইবাদাত বা বন্দেগী বলে অভিহিত করা যাবে।

এ বিশেষণ থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে, দ্বীন মূলতঃ রাষ্ট্র সরকারকেই বলা হয়, শরীয়ত হচ্ছে এর আইন এবং এর আইন ও নিয়ম-প্রথা যথারীতি মেনে চলাকে বলা হয় ইবাদাত। আপনি যাকেই শাসক ও নিরংকুশ রাষ্ট্র-কর্তা রূপে মেনে তার অধীনতা স্বীকার করবেন, আপনি মূলতঃ তারই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আপনার এ শাসক ও রাষ্ট্র-কর্তা যদি আল্লাহ হন তবে আপনি তাঁর দ্বীনের অধীন হলেন, তিনি যদি কোন রাজা-বাদশাহ হন, তবে বাদশাহের 'দ্বীন'কেই আপনার কবুল করা হবে। বিশেষ কোন জাতিকে এ মর্যাদা দিলে সেই জাতিরই 'দ্বীন' গ্রহণ করা হবে। আর আপনার নিজের জাতি বা নিজ দেশের জনগণকে সেই অধিকার দিলে জনগণের 'দ্বীন'কেই আপনি গ্রহণ করলেন। মোটকথা, যারই আনুগত্য করবেন, প্রকৃতপক্ষে আপনি তারই 'দ্বীন' পালন করতে থাকবেন এবং যারই আইন আপনি মেনে চলবেন, মূলতঃ তারই ইবাদাত করা হবে।

একথার পরে এ সহজ কথাটিও বুঝতে এতটুকু কষ্ট হবার কথা নয় যে, একজন মানুষ একই সময়কালে দু'টি 'দ্বীন' কোন রূপে পালন করতে পারেন। বিভিন্ন শাসকের মধ্যে এক সময়ে মূলতঃ ও কার্যত একজনকেই অনুসরণ করা সম্ভব। বিভিন্ন আইনের মধ্যে একটি আইন মানুষের জীবনের দায়িত্ব নিতে পারে এবং অসংখ্য মা'বুদের মধ্যে একজনেরই ইবাদাত করা আপনার পক্ষে সম্ভব। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে আমরা একজনকে শাসনকর্তা মানবো আর বাস্তব ক্ষেত্রে আনুগত্য করবো অপর জনের এবং বন্দেগী করব তৃতীয় একজনের আইন অনুসারে, এতে আপনি কি থাকতে পারে? এর উত্তর এই যে, এটা হতে পারে- বস্তুতঃ এখন চার দিকে এটাই হচ্ছে। কিন্তু জেনে রাখুন, এটা পরিষ্কার শির্ক, আর শির্কের সবটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাস্তব ক্ষেত্রে আপনি যারই আইন পালন করে চলবেন, মূলতঃ তারই 'দ্বীন' আপনার পালন করা হবে। অতএব, যার আনুগত্য আপনি করেন না তাকে শাসনকর্তা এবং তার 'দ্বীন'কে নিজের 'দ্বীন' বলে প্রকাশ করা বিরাট মিথ্যা ছাড়া কিছিবা হতে পারে? মুখে একথা প্রকাশ করলে কিংবা মন দিয়ে তা বুঝতে থাকলে তাতে লাভ কি এবং বাহ্য জগতে তার কিছিবা ফল পাওয়া যায়? আপনার জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম যখন একজনের শরীয়ত নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে, আর কার্যতঃ আপনি অপর কারো শরীয়ত পালন করতে থাকেন, তখন সেই শরীয়ত মেনে চলা সম্পর্কে আপনার দাবী কি একেবারেই অথবাই হয়ে যায় না? বাস্তবক্ষেত্রে আপনি যখন এক জনের বন্দেগী করেন তখন অন্য কাউকে নিজের মা'বুদ বলে প্রচার করা এবং নিজের মস্তক তার সামনে অবনত করা কি একটি কৃত্রিম ব্যাপারে পরিণত হয় না? কারণ, প্রকৃতপক্ষে আপনি তারই হকুম পালন করে চলেন, তারই নিষিদ্ধ কাজ থেকে আপনি বিরত থাকেন, তারই

নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে সকল কাজ সম্পন্ন করেন এবং তারই উপস্থাপিত নিয়ম-পত্রা আপনি বাস্তব ক্ষেত্রে পালন করে চলেন। নিজেদের মধ্যে লেনদেনও তারই দেয়া নিয়ম-নীতি অনুসারে করে থাকেন। আপনার যাবতীয় ব্যাপারে ও কাজকর্মে আপনি তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আপনাদের পারম্পরিক সম্পর্ক, সংগঠন এবং অধিকার বন্টনের কাজও তারই দেয়া বিধান অনুযায়ী করে থাকেন। শুধু তাই নয় তারই দাবী ও নির্দেশ অনুযায়ী আপনি আপনার মন-মগজ ও হাতপারের সমগ্র শক্তি, প্রতিভা, শ্রমোপার্জিত সমস্ত ধন-সম্পদ এবং সবশেষে নিজের মহামূল্যবান জীবন-গ্রাণ পর্যন্ত তার সামনে পেশ করে থাকেন। অতএব, আপনার কাজ যদি আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীত হয়, তবে আপনার বাস্তব কাজই হবে আসল ধর্তব্য ব্যাপার। এমতাবস্থায় নিছক আকীদা-বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই, তা হিসেবের মধ্যে আসতে পারে না। এমন আকীদা-বিশ্বাসের গুরুত্বইবা কি হতে পারে- বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই? বাস্তব ক্ষেত্রে একজন লোক যদি বাদশাহর 'দীন' মেনে চলে, তবে আল্লাহর 'দীনের' কোন স্থানই স্থানে হতে পারে না। অনুরপভাবে বাস্তব কাজ-কর্ম যদি জনগণের 'দীন' কিংবা ইংল্যান্ড, জার্মান দেশ ও রাজ্যের 'দীন' পালন করা হয়, তবে স্থানেও আল্লাহর 'দীনের' আদৌ কোন স্থান হাতে পারেনা। পক্ষান্তরে আপনি যদি আল্লাহর 'দীন' মেনে চলেন তবে অন্যান্য কোন দীনের স্থানই স্থানে হবে না। এক কথায় এটা চূড়ান্তভাবে মনে রাখা দরকার যে, শির্ক নিছক মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ তত্ত্ব বুঝে নেয়ার পর কোন দীর্ঘ ও জটিল আলোচনা ছাড়া আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উপলব্ধি করতে পরবেন যে, 'দীন' যাই এবং যে ধরনেরই হোক না কেন, রাষ্ট্র ও সরকারী কর্তৃত ছাড়া তার কোন মূল্য নেই। গণ-দীন, শাহী-দীন, কমিউনিষ্ট-দীন কিংবা আল্লাহর দীন যা-ই হোক না কেন, একটি দীনেরও প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়। প্রাসাদের শুধু কাল্পনিক চিত্র-যার বাস্তব কোন অস্তিত্ব নেই-যেমন অর্থহীন, অনুরূপভাবে রাষ্ট্র সরকার ছাড়া একটি দীন(এবং জীবনব্যবস্থা)ও সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আপনি যখন বাস করবেন বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদে, তারই দ্বারে প্রবেশ করবেন, তা থেকে বের হবেন, তার ছাদ ও প্রাচীরের ছায়া আপনাকে আশ্রয় দান করবে, তখন এক কাল্পনিক প্রাসাদের রঞ্জিন চিত্র হতে কি ফায়দা আপনি আশা করতে পারেন। আপনাকে তো বসবাসের সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ অনুযায়ী। পরন্তু একটি চিত্র অনুযায়ী নির্মিত প্রাসাদে বসবাস শুরু করে অন্য প্রাসাদের চিত্র কল্পনা করা কিংবা তার প্রতি নিছক একটা ভক্তি বা বিশ্বাস রাখার বাস্তব ক্ষেত্রে কি ফল পাওয়া যেতে পারে? একটি কাল্পনিক প্রাসাদ মনের মধ্যে রেখে বাস্তব বসবাস অন্য কোন প্রাসাদে করা কথানি হাস্যকর ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়। মস্তিষ্কের মধ্যে যে প্রাসাদের কাল্পনিক চিত্র রয়েছে, তাকে কখনো প্রাসাদ বলা যায় না, আর তাতে বসবাস করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ উদাহরণ অনুযায়ী কোন দীনকে 'সত্য দীন' হিসেবে শুধু বিশ্বাস করার কোনই অর্থ হয় না। মানুষ যখন বাস্তব জীবন যাপন করবে একটি 'দীন'কেও অনুরূপভাবে 'দীন' বলা যায় না এবং কল্পিত প্রাসাদের ন্যায় কাল্পনিক 'দীন'কেও কেউ প্রকৃত 'দীন' রূপে গ্রহণ করতে পারে না। বাস্তব ক্ষেত্রে যার ক্ষমতা সীকৃত ও কর্তৃত স্থাপিত হবে, যার আইন কার্যতঃ চলবে এবং যার দেয়া ব্যবস্থানুযায়ী মানব জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম সুসম্পন্ন হবে, বস্তুতঃ দীন তার হবে। অতএব প্রত্যেক দীন স্বত্বাবতঃই নিজের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী রাখে এবং দীন এ জন্যই হয় যে, তা যে ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বদ্দেগী, দাসত্ব ও আইন পালনও একমাত্র তারই হবে। একটি উদাহরণ দেয়া যাচ্ছে:

'গণ-দীন'-এর অর্থ কি? একটি দেশের অধিবাসী জনগণই স্থানে নিজস্ব ক্ষমতা ও প্রভুত্বের মালিক হয়, তাদের নিজেদের রচিত আইনই তাদের উপর জারী হয় এবং দেশের সমগ্র অধিবাসী সম্মিলিতভাবে নিজেদের গণ-শক্তির আনুগত্য ও দাসত্ব করে- বস্তুতঃ তাই হচ্ছে গণ-দীন বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কাজেই দেশের প্রকৃত ক্ষমতায় যতদিন জনগণ রচিত আইন জারী না হয়, ততদিন পর্যন্ত এ গণ-দীন বা গণ-রাষ্ট্র কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। প্রতিষ্ঠিত হলো বলে মনে করাও যায় না। কিন্তু জনগণের পরিবর্তে দেশের শক্তি প্রভুত্ব যদি কোন ভিন্ন জাতি কিংবা কোন বাদশাহ করায়তু করে নেয় এবং সারা দেশে তারই রচিত আইন জারী হয়, তবে গণ-দীন এর অস্তিত্ব কোথায় থাকবে? স্থানে কেউ যদি গণ-দীন বা রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তবে তার কি মূল্য হতে পারে? কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত বাদশাহ কিংবা ভিন্ন জাতির দীন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন সে গণ-রাষ্ট্রের অনুসরণ করতে পারে না।

শাহী-দীনের কথাই ধরা যাক। এ দীন অনুযায়ী যে বাদশাহ উচ্চতর কর্তা ও প্রভু নির্ধারিত হয়, তার আনুগত্য ও ইবাদাত করা এবং তার আইন বাস্তবে জারী করাই তার মূল লক্ষ্য। তাই যদি না হয় তবে বাদশাহকে বাদশাহ মানলে এবং তাকে শ্রেষ্ঠ প্রভু স্থানে করলে বাস্তবে কি লাভ হবে? বাস্তব ক্ষেত্রে যদি গণ-দীন বা গণ-রাষ্ট্র কিংবা ভিন্ন জাতির শাসন স্থাপিত হয় তাহলে 'শাহী-দীন' থাকলো কোথায়? তার অনুসরণই বা কে করতে পারে?

বেশী দিনের কথা নয়, এ দেশে (অধুনা তিরোহিত) ইংরেজের দ্বীন বা রাষ্ট্র সম্পর্কে চিন্তা করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইংরেজের শক্তি ও প্রভুত্বের মারফতে ভারত শাসন আইন ও দেওয়ানী আইন জারী ছিল বলেই তো এ দ্বীন চলছিল। দেশবাসীর সমস্ত কাজ-কর্ম ইংরেজের নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতো। সকল মানুষ তারই হৃকুম মাথা নত করে পালন করতো। এ দ্বীন এতখানি শক্তি সহাকারে যতদিন পর্যন্ত স্থাপিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত এখানে অন্য কোন দ্বীনের বস্তুতঃই কোন স্থান ছিল না। ফৌজদারী দণ্ডবিধি ও দেওয়ানী কার্যবিধি রহিত হয়ে গেলে এবং ইংরেজের আইন পালন ও কার্যত তার দাসত্ব না করা হলে ইংরেজ রাষ্ট্র বা দ্বীন কোথায় থাকবে? বস্তুতঃ দ্বীন ইসলামের অবস্থাও ঠিক এরূপ। এ দ্বীনের মূল কথা এই যে, পৃথিবীর মালিক ও সমগ্র মানুষের একমাত্র বাদশাহ হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। কাজেই আনুগত্য ও দাসত্ব একমাত্র তাঁরই করতে হবে এবং তাঁর দেয়া শরীয়ত অনুযায়ী মানব জীবনের সকল প্রকার কাজ-কর্ম সম্পন্ন করতে হবে। ইসলাম কর্তৃক স্থাপিত এ মত-উচ্চতর ক্ষমতা ও প্রভুত্ব একমাত্র আল্লাহর-কেবলমাত্র এজন্যই পেশ করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহরই আইন চলবে, অন্য কারো নয়। আদালতের বিচার তাঁর বিধান অনুযায়ী হবে, পুরিশ তাঁরই বিধান জারী করবে। লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় কাজ-কর্ম, লেন-দেন ইত্যাদি তাঁর বিধান অনুসারে সম্পন্ন হবে। তাঁরই মর্জি অনুযায়ী 'কর' নির্ধারিত হবে- তার ব্যাও হবে একমাত্র তাঁরই দেয়া রীতিনীতি অনুযায়ী। সিভিল সার্ভিস এবং সৈন্য বিভাগ তাঁরই হৃকুমের অধীন হবে। সকল লোক ভয় করবে, অন্তরের সাথে সমীহ করে চলবে, দেশের প্রজা সাধারণ একমাত্র তাঁরই অনুগত হবে। এক কথায় মানুষ আল্লাহ তিনি কারো দাসত্ব বরণ করবে না। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, খাঁটি ইসলামী হৃকুমাত প্রতিষ্ঠিত না হলে উক্ত উদ্দেশ্য কিছুতেই লাভ করা যেতে পারে না। অন্য কোন দ্বীনের সাথে এর কোন সামঞ্জস্য নেই, অংশীদারিত্বও নেই, আর সত্য কথা এই যে, কোন 'দ্বীন'ই অন্য দ্বীনের অংশীদারিত্ব বরদাশত করতে পারে না। অন্যান্য দ্বীনের ন্যায় দ্বীন ইসলামও এ দাবী করে যে, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব নিরঞ্জনভাবে কেবলমাত্র আমারই হবে এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি 'দ্বীন'ই আমার সামনে অবনত পরাজিত থাকবে। অন্যথায় আমার অনুসরণ কি করে সন্তুষ্ট হতে পারে? আমার দ্বীন 'গণ-দ্বীন' হবে না, 'শাহী-দ্বীন' হবে না, 'কমিউনিস্ট-দ্বীন' হবে না। অপর কোন দ্বীনেরই অস্তিত্ব থাকবে না। পক্ষান্তরে অন্য কোন দ্বীনের অস্তিত্ব থাকলে আমি থাকবো না। তখন আমাকে শুধু মুখেই সত্য বলে স্বীকার করলে কোন বাস্তব ফল পাওয়া যাবে না। কুরআন মজীদ বার বার এ কথারই ঘোষণা রয়েছেঃ

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ حُكْمَاءٌ

"লোকদের শুধু এ হৃকুমই দেয়া হয়েছে (এছাড়া অন্য কোন নির্দেশই দেয়া হয়নি) যে, তারা সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদাত করবে।" [সূরা আল-বাইয়েনাহঃ ৫]

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الْأَرْضِ ۖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনি তাঁর রাসূলকে জীবন ব্যবস্থা ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন এ জন্য যে, একে সমগ্র দ্বীনের উপর জয়ী করে দেবেন; যদিও শির্কবাদীগণ এটা মোটেই বরদাশত করে না।" [সূরা আত্-তাওবা: ৩৩]

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতদিন না ফের্তনা নির্মূল হয়ে যায় এবং 'দ্বীন' সামগ্রীকভাবে আল্লাহ তা'আলারই স্থাপিত হয়।" [সূরা আল-আনফালঃ ৩৯]

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ

"আল্লাহ ছাড়া আর কারো হৃকুম দেয়ার অধিকার নেই। তাঁরই নির্দেশ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না।" [সূরা ইউসুফ: ৮০]

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةَ رَبِّهِ أَحَدًا

"যে ব্যক্তি নিজের রবের সাক্ষাত লাভ করতে ইচ্ছুক সৎকাজ করা এবং রবের ইবাদাতের ব্যাপারে অপর কাউকে শরীক না করা তার একান্তই কর্তব্য।" [সূরা আল-কাহফ: ১১০]

يَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمْرُوا أُنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ لَمْ تَرَ إِلَيَّ الَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِنْ دَلِلَنَّ أَنْ يَكُفُّرُوا

"যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তার প্রতি তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের এ বৈষম্য তুমি লক্ষ্য করন যে, তারা 'তাগুত'(আল্লাহদ্বৰী রাষ্ট্রশক্তি ও বিচার ব্যবস্থা)-এর কাছে নিজেদের (মোকদ্দমার) বিচার ফয়সালা চায়। অথচ তাকে অধীকার ও অমান্য করার নির্দেশই তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। আমরা যে রাসূলকেই পঠিয়েছি, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর অনুসরণ করার উদ্দেশ্যেই তাকে পাঠিয়েছি।" [সূরা আন-নিসাঃ ৬০-৬৪]

ইবাদাত, দীন ও শরীয়তের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের এ আয়াতসমূহের মূল অর্থ ও ভাবধারা অনুধাবন করতে পাঠকদের আদৌ অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

ইসলামে জিহাদের এতদূর গুরুত্ব কেন, তাও পূর্বোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্যান্য ধর্ম ও দীনের ন্যায় শুধু সত্য বলে মেনে নিলেই এবং এই আকীদা ও বিশ্বাসের বাহ্যিক নির্দর্শন স্বরূপ শুধু পূজা-উপাসনার অনুষ্ঠান পালন করলেই আল্লাহর 'দীন' সন্তুষ্ট হতে পারে না। কারণ অন্য কোন দীনের অধীন থেকে আল্লাহর দীনের আনুগত্য ও অনুসরণ আদৌ সন্তুষ্ট নয়, -অন্য কোন দীনের সংমিশ্রণে তার অনুসরণ অসন্তুষ্ট। অতএব আল্লাহর এই দীনকে যদি বাস্তবিকই সত্য দীন বলে বিশ্বাস করেন, তবে তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ সাধনা ও সংগ্রাম করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকতে পারে না। এ সাধনা ও সংগ্রামের ফলেই ইসলাম কায়েম হবে, অন্যথায় এই প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থেকে জীবন দান করতে হবে, বন্ধুত্ব এটি একটি শাশ্বত মানবিক, এতে আপনার ঈমান ও আকীদার সত্যতার যাচাই হতে পারে। ইসলামের প্রতি আপনার যথার্থ ঈমান থাকলে অপর কোন দীনের অধীন থেকে সুখ নিদ্রায় অচেতন থাকা আপনার পক্ষে অসন্তুষ্ট হবে, তার খেদমত করা এবং তার বিনিময়ে লক্ষ জীবিকার কিছুমাত্র স্বাদ গ্রহণ করার তো কোন কথাই উঠতে পারে না। দীন ইসলামকে একমাত্র সত্য হিসাবে মেনে নেয়ার পর অন্য কোন দীনের অধীন আপনার জীবন যদি অতিবাহিত হয়ও তবুও আপনার শয্যা কন্টকাকীর্ণ, খাদ্য বিষাক্ত ও তিক্ত বিবেচিত হবে এবং আল্লাহর এ সত্য দীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ সাধনা না করে একবিন্দু স্বত্ত্বাতেও আপনি লাভ করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহর দীন ভিন্ন অপর কোন দীনের অধীন জীবন যাপন করায় আপনার যদি তৃপ্তি লাভ হয় এবং সেই অবস্থায় আপনার মন সন্তুষ্ট ও আশৃত হয়ে থাকে, তবে আপনি আদৌ ঈমানদার নন- আপনি মনোযোগ দিয়ে যতই নামায পড়েন, দীর্ঘ সময় ধরে 'মোরাকাবা' করেন, আর কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করেন ও ইসলামের দর্শন প্রচার করেন না কেন; কিন্তু আপনার ঈমানদার না হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। দীন ইসলাম বিশ্বাস করে অন্য কোন দীনের প্রতি যে সন্তুষ্ট থাকবে, তার সম্পর্কে এটাই চূড়ান্ত কথা। কিন্তু যে সব মুনাফিক অন্যান্য দীনের নিষ্ঠাপূর্ণ খেদমত করে, কিংবা অন্য কোন দীন (যথা গণ-দীন) প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা ও চেষ্টা করে তাদের সম্পর্কে কিইবা বলা যায়?মৃত্যু দূরে নয়, যখন তা উপস্থিত হবে, তখন তাদের বৈষয়িক জীবনের 'আমলনামা' স্বয়ং আল্লাহই তাদের সামনে উপস্থিত করবেন। বন্ধুত্ব এরা নিজেদেরকে যদি মুসলমান বলে মনে করে, তবে এটা তাদের চরম নির্বুদ্ধিতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাদের সুষ্ঠু বুদ্ধি থাকলে তারা নিজেরাই বুঝতে পারতো যে, একটি দীনকে সত্য বলে মানা ও ধীকার করা আর বাস্তব ক্ষেত্রে অপর কোন দীনের প্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট থাকা কিংবা সেই কাজে অংশগ্রহণ করা ও সে জন্য চেষ্টা করা- পরস্পর বিবোধী কাজ। আগুন ও পানি হয়ত মিলতে পারে; কিন্তু আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে এরূপ কার্য পদ্ধতির কোন সামঞ্জস্যই হতে পারে না।

কুরআন শরীফে এ সম্পর্কীয় সমন্বয় আয়াত এখানে উল্লেখ করা সন্তুষ্ট নয়। মাত্র কয়েকটি আয়াত এখানে উদ্ধৃত হলোঃ

فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَحَسَبَ النَّاسُ أَنْ يُنْهَا أَنْ يَقُولُوا أَمْنًا وَهُمْ لَا يَكُونُونَ

"तारा कि मने करे नियेहे ये, ईमान एनेहि बललेह तादेरके मुक्ति देया हवे? ए ब्यापारे तादेरके बिन्दुमात्र परीक्षा करा हवे ना; अथच तादेर पूर्वे याराइ ईमानेर दावी करेहे तादेरके आमरा परीक्षा करेहि, येन आल्लाह जानते पारेन ये, ईमानेर दावी करार ब्यापारे के खाटि ओ सत्यबादी एवं के मिथ्यबादी ।" [सूरा आल-‘आनकाबूतः २-३]

نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لِيُؤْلِئِنَ إِنَّا كُلًا اللَّهُ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمُنَّ الْمُنَافِقِينَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ * وَلَيَعْلَمُنَّ مَعْكُمْ أَوْلَئِنَ

"किछु संख्यक लोक एमन आছे, यारा आल्लाहर प्रति ईमान आनार दावी करे; किस्त आल्लाहर पथे तारा यथनह निर्यातित हयेहे, तथनह मान्येर नियात्तने तारा एतदूर भीत हये पडेहे, ठिक यत्थानि भीत हওया उचित आल्लाहर आयाबेर। अथच तोमार रबेर काछ थेके साफल्य ओ बिजय लाभ हले एराइ अग्रसर हये बलबेः 'आमरा तोमादेर साथेह छिलाम'। एदेर मनेर कथा कि आल्लाह जानेन ना? तबुओ कोन् सब लोक प्रकृत मुमिन एवं कोन् सब लोक मुनाफिक, ता आल्लाह अवश्यह देखे नेबेन ।" [सूरा आल-आनकाबूतः १०-११]

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَيِّثَ مِنَ الطَّيِّبِ

"मुमिनगणके बर्तमान अवस्थाय छेड़े देया आल्लाहर नीति बिरोधी, (केनेना, एथन सत्यबादी, मिथ्यबादी एवं खाटि ईमानदार ओ मुनाफिक एकाकार हये आছे) आल्लाह पवित्र ओ पापीदेर मध्ये निश्चयह तारतम्य करबेन ।" [सूरा आले इमरानः १७९]

وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجْهَةٍ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَنْجُدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ أَمْ حَسِينُمْ أَنْ تُثْرِكُوا وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ

"तोमरा कि मने कर, तोमादेरके आल्लाह एमनि छेड़े देबेन? अथच तोमादेर मध्ये के जिहाद करेहे, आर आल्लाह, ताँर रासूल एवं मुमिन लोकदेरके त्याग करे अन्य लोकदेर साथे गोपन सम्पर्क छापन करेनि, ता एथनओ आल्लाह ताँ'ाला पार्थक्य करे देखेननि ।" [सूरा आत्-ताओबा: १६]

أَلْمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا فَوْمًا غَضِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ

"तुमि कि ओसब लोकेर कथा चिन्ता करे देखेह, यारा अभिशष्ट लोकदेर साथे बन्धुत करे? मूलतः एरा ना तोमादेर आपन लोक ना तादेर। [सूरा आल-मूजादालाहः १४]

أَوْلَئِكَ فِي الْأَذْلِينَ * كَتَبَ الْخَاسِرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ
وَرَسُلُي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يُغْلِبُنَّ أَنَا

"..... एरा शयतानेर दलभूत! साबधान! शयतानेर दलह शेष पर्यन्त ब्यर्थ हवे। यारा आल्लाह एवं ताँर रासूलेर साथे दब्दे लिश्त हय (द्वीन इसमलाम प्रतिष्ठार बिरुद्धाचरण करे) तारा निश्चयह पराजित हवे। आल्लाहर चुडान्त फयसाला एहि ये, आमि (आल्लाह) एवं आमार रासूलगणह जयी हव। प्रकृत शक्तिशाली पराक्रमशाली हच्छेन आल्लाह ताँ'ाला ।" [सूरा आल-मूजादालाहः १९-२१]

उल्लेखित आयातसमूह थेके सुस्पष्टरूपे प्रमाणित हच्छे ये, आल्लाहर द्वीन ईसलाम छाड़ा अन्य कोन द्वीन कोथाओ बास्तव क्षेत्रे प्रतिष्ठित थाकले तथाकार सत्यनिष्ठ आदर्शबादी मुमिनदेर परिचय एहि हवे ये, ए बातिल 'द्वीन' निर्मल करे प्रकृत आल्लाहर द्वीन प्रतिष्ठार जन्य तारा साधना करबे। तारा यदि बास्तविक ताइ करे, निजेदेर समग्र शक्ति ए उद्देश्यह नियुक्त करे, निजेदेर प्राण पर्यन्त कुरबानी देय ओ सकल प्रकार क्षति-लोकसान अकातरे बरदाशत करे, तबे तादेर साचा ईमानदार हওयाय कोन सन्देह नेह। तादेर चेष्टा-साधना साफल्य लाभ करलो, कि करलो ना सेहि प्रश्न अबास्तर। किस्त तारा यदि बातिल द्वीनेर प्रतिष्ठायह सन्तुष्ट ओ आश्वस्त थाके, किंवा ताके जयी ओ प्रतिष्ठित राखार काजेह स्वतःप्रबृत्त हये अंशग्रहण करे, तबे तादेर ईमानदार हওयाय दावी एकेबारेह मिथ्या, ताते बिन्दुमात्र सन्देह नेह।

পরস্ত দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নানা প্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতার কথা যারা ওয়র হিসেবে পেশ করে থাকে, উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাদেরও জবাব দিয়েছেন। দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যখন কোথাও চেষ্টা করা হবে, কোন না কোন বাতিল 'দীন' পূর্ণ শক্তি সহকারে তথায় পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত থাকবেই। সকল প্রকার শক্তি ক্ষমতা তার দখলে থাকবে, জীবিকার ভাগ্নার তারই কুক্ষিগত হবে এবং মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তার প্রভাব প্রবল থাকবে; এরপ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত দীনকে চূর্ণ করে অপর কোন দীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি আর যাই হোক- কোন কুসুমান্তীর্ণ পথ হতে পারে না। পরম শান্তি ও স্বষ্টি সহকারে নবাবী চালে কাজ করলে এ উদ্দেশ্য কখনই সফল হতে পারে না, আর কখনও সন্তুষ্ট নয়। বাতিল দীনের অধীনে থেকে কিছু না কিছু বৈষয়িক সুখ-শান্তি লাভ হতে থাকবে, আর সেই সাথে দীন ইসলামও প্রতিষ্ঠিত হবে- এটা একেবারেই অসম্ভব। এ বিরাট কাজ তখনই সম্পূর্ণ হতে পারে যখন বাতিল দীনের মাধ্যমে প্রাণ সকল অধিকার, স্বার্থ ও যাবতীয় আয়েশ-আরামকে আপনারা পদাঘাত করতে প্রস্তুত হবেন এবং এ কাজে যত ক্ষতি-লোকসামেরই সম্মুখীন হতে হয়, সাহসের সাথে আপনারা তা বরদাশত করতে প্রস্তুত থাকবেন। বস্তুত যারা এ কঠোর সাধনা করতে প্রস্তুত থাকবে, আল্লাহর পথে জিহাদ করা কেবলমাত্র তাদের দ্বারাই সন্তুষ্ট হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের লোক সকল সমাজেই মুষ্টিমেয়ই থাকে। আর যারা দীন ইসলাম অনুসরণ করে চলতে চাইলেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়, তাদের সম্পর্কে আমি কোন ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাই না, তারা নিরাপদে নিজেদের নফসের খেদমত করতে থাকুক, সত্যের মুজাহিদগণ দুঃখ-নিয়ার্তন অকাতরে ভোগ করে এ পথে অপরিসীম কুরবানী দিয়ে যখন দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে দেবে তখনই তারা এসে বলবে- 'আমরা তো তোমাদেরই দলের লোক, অতএব এখন আমাদেরও প্রাপ্য অংশ দাও'।